দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষক ধর্মঘট বনাম এসএসসি পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষার দু'সপ্তাহ আগে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘট শুরু করেন। তাদের প্রধান প্রধান দাবির মধ্যে রয়েছে সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সমান বেতন, টাইম স্কেল, পদোন্নতি, চাকরির নিরাপত্তা অর্থাৎ সার্ভিস রুল প্রণয়ন এবং শিক্ষা জাতীয়করণ। মোট ১৫ দফা দাবির মধ্যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি রয়েছে লিয়াজোঁ কমিটিকে নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন ও ট্রাস্টি বোর্ডে ২৫ কোটি টাকার অনুদান প্রদানের দাবি ইত্যাদি।

সন্দেহ নেই, শিক্ষকদের এই দাবি দাওয়া বহুদিনের। শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী সরকার দীর্ঘ ২২ মাস হল এ ব্যাপারে কোনরূপ সাড়া দেননি বারংবার তাগিদ ও স্মারকলিপি দেয়া সত্ত্বেও তাই তারা ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ইতিপূর্বে এক সম্পাদকীয়তে আমরা যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছি তা হল এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে এই ধর্মঘট শুরু করার যৌক্তিকতা কতটুকু। তাদের দাবিদাওয়ার মূল্যায়ন কিংবা সরকারের ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ সেখানে মুখ্য ছিল না। আমরা বলতে চেয়েছিলাম যে, ৭ লাখের মত পরীক্ষার্থীকে জিম্মি রেখে এবং তাদের অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার মুখে শিক্ষকদের দাবির প্রতি সাধারণ দেশবাসীর সমর্থন আদায় সম্ভব নয়। অবশ্য শিক্ষকরা যদি এদের বিষয়টি উপেক্ষা করতে চান তবে ভিন্ন কথা।

যাহোক, একটা পর্যায়ে এসে ধর্মঘটী শিক্ষকদের লিয়াজোঁ কমিটির সঙ্গে সরকারের আলোচনায় পরীক্ষার্থীরা ও অভিভাবকগণ আশান্বিত হয়েছিলেন।

সরকার তাদের কিছু কিছু দাবি মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্যই তাদের দাবিসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তা হয়তো খুব বেশি কিছু পাওয়া নয়। তবু পরীক্ষার্থীদের মুখ চেয়ে তারা দ্বিতীয়বার তাদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সরকারের মনোভাবের জন্য তারা যদি ২২ মাস পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারেন, তবে আর একমাস ধৈর্য ধরে-এসএসসি পরীক্ষার পর তারা দাবি নিয়ে ধর্মঘটে যেতেন কিংবা তারা আরও আগে ধর্মঘটে নামতেন, তাহলে শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাদের অধৈর্য নিয়ে সাধারণ মানুষের সম্ভবত ভ্রুকুঞ্চন হত না। পরীক্ষার্থীদের জিম্মি রেখে দাবি আদায়ের এই প্রচেষ্টা তো সরকারকেই সুযোগ এনে দিয়েছে। অন্তত আলোচনার পরবর্তী সময়ে ধর্মঘটী শিক্ষকের একটা অংশ বেরিয়ে এসেছেন এবং তারা এসএসসি পরীক্ষার দোহাই দিয়ে সরকারের কিছু দাবি মেনে নেয়াকে সম্বল করে ধর্মঘট প্রত্যাহারের কথা বলেছেন। এতে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের খুব একটা সুবিধা হবে কিনা তা বিবেচ্য নয়। আসল কথাটা হল ধর্মঘটী শিক্ষকদের পরীক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনার মধ্যে রাখা উচিত ছিল। বিশেষ করে এবার কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে। বিষয়টি মফস্বল এলাকার পরীক্ষার্থীদের কাছে খুব স্বচ্ছ নয়। এজন্য এ মুহূর্তে তাদের প্রয়োজন ছিল শিক্ষকদের সহযোগিতা।

শিক্ষকরা বলেছেন যে, প্রয়োজনে এসএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হোক। পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এধরনের বক্তব্য তো কোন বিবেকবান মানুষ করতে পারেন তা আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। দৈব দুর্বিপাকে যদি পরীক্ষা পিছোতে হয়, সে কথাটা ভিন্ন। কারণ, প্রকৃতির উপর মানুষের হাত নেই। উপরন্তু যেখানে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কম উৎকণ্ঠিত নন। তারা সুষ্ঠু শিক্ষাদানের স্বার্থেই শিক্ষকদের ন্যূনতম আর্থিক সুযোগ-সুবিধার কথাই সামনে এনেছেন। দাবি দাওয়ার ক্ষেত্রে এ যুক্তিটাই তারা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের এ কথার প্রতি অধিকাংশ দেশবাসী সমর্থন করবেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পরীক্ষার্থীদের জিম্মি রেখে সরকারকে কাবু করার কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এই উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে বিরোধী বৃহৎ রাজনৈতিক দলের বক্তব্য আসা উচিত ছিল। এ বিষয়ে নীরবতা কেন তারা গ্রহণ করলেন। দেশবাসী তাদের সুচিন্তিত অভিমত জানতে আগ্রহী। ব্যাপারটা সরকার ও ধর্মঘটী শিক্ষকদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়।

এখন অচলাবস্থা নিরসনের যেটুকু সুযোগ ছিল তাও এ মুহূর্তে নিঃশেষ হয়েছে বলে মনে হয়। বিনা উস্কানিতে ধর্মঘটী শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করে সরকার যে নজির স্থাপন করলেন, সেটা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার লক্ষণ কিংবা সুবিবেচনার কাজ নয়। এ দ্বারা সরকার সকল মহলের নিন্দা কুড়ানো ছাড়া খুব লাভবান হবেন না।